দৈনিক ইনকিলাব

31 JUL 198 অংশ — পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ...

উপজেলা পরিক্রমা

আটোয়ারী

।। এস, এ, মাহমুদ সেলিম ।।

পঞ্চগড় জেলার উপেক্ষিত একটি উপজেলার নাম আটোয়ারী। আটোয়ারী উপজেলাবাসীর সমস্যার অন্ত নেই। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিদ্যুতায়ান সমস্যা প্রধান।

যোগাযোগ

আটোয়ারী উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। রাস্তা-ঘাট সংস্কারাভাবে এবং প্রয়োজনীয় পুল, কালভার্ট না থাকায় উপজেলাবাসীকে দুঃসহ জীবন যাপন করতে হচ্ছে। এমন বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা পঞ্চগড় জেলায় আর কোথাও নেই।

আটোয়ারী উপজেলায় মোট ২৫৩ মাইল রাস্তার মধ্যে মাত্র ৭ মাইল পাকা রাস্তা। রেলপথ ৪ মাইল। এর ফলে উপজেলায় মোটরযান চলাচলের অভাব রয়েছে। জেলা সদর থেকে দিনে মাত্র ১টি বাস আটোয়ারী উপজেলা সদরে আসে। জেলা সদর থেকে আটোয়ারীর দূরত্ব মাত্র ১৪ মাইল। শুধুমাত্র সুষ্ঠু যোগাযোগের জন্যে যানবাহনের অভাবে দিনে গিয়ে ঐ দিনই আটোয়ারী থেকে জেলা সদরে ফিরে আসা সম্ভব হয় না।

আটোয়ারী থেকে পূর্বে বোদা, দেবীগঞ্জ, দিনাজপুর যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটিতে একটি সেতু না থাকায় উপজেলাবাসীকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এ ছাড়াও উপজেলা সদরের রাস্তাগুলোতে ইট বিছানো থাকলেও অদ্যাবধি তা কার্পেটিং করা হয়নি। গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো নাজুক। বিশেষতঃ বর্ষা মওসুমে এসব রাস্তা দিয়ে চলাচল অত্যন্ত বিপজ্জনক।

কৃষি

আটোয়ারী উপজেলা কৃষি ক্ষেত্রেও বহু পিছিয়ে রয়েছে। এ উপজেলায় এখনও সেকেলে পদ্ধতিতে চাষাবাদ হয়। স্বল্প সেচ প্রকল্প থাকলেও বিদ্যুতের অব্যবস্থার জন্য তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। পাট উৎপাদনের বিশেষ এলাকা হবার পরেও আটোয়ারী উপজেলায় সরকারী কিংবা বেসরকারী কোন পাট ক্রয় কেন্দ্র নেই।

শিক্ষা

আটোয়ারী উপজেলার বিদ্যালয়গুলোতে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও শিক্ষাদানের বিভিন্ন উপকরণের অভাব রয়েছে। উপজেলার ৯৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, ৪৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৩৪টি বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসা রয়েছে। কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টির অভাবে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে।

চিকিৎসা

আটোয়ারী উপজেলা সদরে ১টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ ৪টি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অদ্যাবধি ৩১ শয্যা চালু করা সম্ভব হয়নি। ৯ জন সরকারী ডাক্তারের পরিবর্তে বর্তমানে ৫ জন ডাক্তার রয়েছেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও এক্স-রে মেশিনের অভাব, এ্যাম্বুলেন্স ও ওষুধ সংকট থাকায় রোগীরা সুচিকিৎসা হতে বঞ্চিত। এ ছাড়াও রক্ত, প্রস্রাব-পায়খানা পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই।

বিদ্যুৎ

এ উপজেলায় সবচেয়ে মারাত্মক অব্যবস্থা হচ্ছে বিদ্যুতায়নে। সকাল হতে শুরু করে রাত ১১টা পর্যন্ত এখানে চলে বিদ্যুতের আলো আঁধারের খেলা। প্রত্যহ ১২ ঘন্টারও বেশী এখানে লোড শেডিং থাকে। বিদ্যুতের অব্যবস্থার ফলে হাট-বাজারসমূহে ব্যবসা বাণিজ্যে অসুবিধা হচ্ছে। স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়াও এ জন্যে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শুধুমাত্র বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে এ উপজেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ কলকারখানা গড়ে উঠেনি। এ ছাড়াও আটোয়ারী উপজেলায় কোন টেলিগ্রাম অফিস নেই। ডাক ও টেলিফোন ব্যবস্থা থাকলেও ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে জেলা সদরের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়ে উঠে না।